১ জুলাই ২০১৫

# ষান্মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন
## জানুয়ারি-জুন ২০১৫

**সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ**
**ভ্রাম্যমাণ আদালত সংক্রান্ত সংশোধিত আইনের খসড়া অনুমোদন**
**মিয়ানমার ও ভারত সীমান্ত**
**ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিংসতা**
**শ্রমিকের অধিকার**
**সাগরে ভাসমান অভিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন**
**নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত**
***অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা**

*অধিকার* মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের

মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

## ক. সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

***রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রতি মাসে গড়ে ২৪ জন নিহত***

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় মোট ১৪৮ জন নিহত ও ৪১০৩ জন আহত হয়েছেন। নিহত ১৪৮ জনের মধ্যে হরতাল ও অবরোধের সময় পেট্রোল বোমা হামলা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে ৬৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত ৪১০৩ জনের মধ্যে হরতাল ও অবরোধের সময় পেট্রোল বোমা হামলা ও আগুনে দগ্ধ হয়েছেন ৬৮৯ জন। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৪৭৮ জন ও বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৬৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া এই সময়ে আওয়ামী লীগের ১৫৫টি এবং বিএনপি'র ৬টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২২ জন ও বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২. ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসের মধ্যে মার্চ মাস পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত সংঘাতময়। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের[১] এক বছর পূর্তিতে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট (সাবেক ১৮ দলীয় জোট) ৫ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে দেশে যে অবরোধ ও হরতালের ডাক দেয় তাতে দেশে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। এই সময় বিরোধী দলকে দমন করার জন্য সরকার ব্যাপকভাবে দমন-পীড়ন চালায়। এতে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, পায়ে গুলি করে আহত করা, রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন করার ঘটনাগুলো ঘটে এবং এইসব অধিকাংশ ঘটনার শিকার হন বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। দেশের বিভিন্ন জেলায় যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে ২০ দলীয় জোটের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।[২] গণগ্রেফতারের ফলে জেলখানাগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। হরতাল ও অবরোধ চলাকালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা হয়, যানবাহন ভাংচুর এবং আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। নারী ও শিশুসহ সাধারণ মানুষ পেট্রোল বোমায় আহত ও নিহত হন এবং

[১] ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ তাদের নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকৃত বেশিরভাগ দলই নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি পূরন না হওয়ায় তাতে অংশগ্রহণ করেনি। এতে করে নির্বাচনের আগেই নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ সালে তৎকালিন সংসদে বিরোধী দল বিএনপিসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের মতামত উপেক্ষা করে ও কোন গনভোট ছাড়াই নির্বচনকালিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। অথচ এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবীতে ১৯৯৫ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট আন্দোলন করেছিলো। সেই সময় লাগাতার হরতাল,যানবাহন ভাংচুর,অগ্নি-সংযোগসহ ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে।

[২] এশিয়ান লিগ্যাল রিসোর্স সেন্টার ও সিভিকাস এর যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী ২০ দলীয় জোটের প্রায় ১৪ হাজার নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হয়। http://us6.campaign-archive1.com/?u=9283ff78aa53cccd2800739dc&id=12458ec493&e=41b94b008c

আওয়ামী লীগ সরকার ও বিএনপি এই ভয়াবহ পেট্রোল বোমা হামলার জন্য একে অপরকে দায়ী করতে থাকে; অথচ কেউই এর দায় স্বীকার করে না। ২৮ এপ্রিল ২০১৫ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সূত্র ধরে ২৯ শে মার্চ থেকে অবরোধ ও হরতাল তুলে নেয় বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির প্রহসনমূলক নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় ২৮ এপ্রিল ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনেও ব্যাপক কারচুপি ও জালভোটের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকারকে নস্যাৎ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থিত প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করা হয়। সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ, বিভিন্ন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতিদমন কমিশনকে সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে, দুর্নীতি, দায়মুক্তি এবং বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে প্রহসনমূলক নির্বাচন করা সরকারের পক্ষে সহজ হয়েছে। জনগনের কাছে সরকারের কোন জবাবদিহিতা নেই। ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরমভাবে ভঙ্গুর ও বিস্ফোরণমুখ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের অনেকগুলো অন্তর্দলীয় কোন্দলের ঘটনা ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীদের প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

*জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত অবরোধ ও হরতালের সময় রাজনৈতিক সহিংসতার খণ্ড চিত্র*

৩. গত ৫ জানুয়ারি নাটোর জেলার তেবাড়িয়া হাটে ২০ দলীয় জোটের জনসমাবেশ থেকে কালো পতাকা মিছিল নিয়ে রওনা হওয়ার প্রস্তুতির সময় পুলিশের সামনেই আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা প্রকাশ্যে গুলি চালায়। গুলিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা রাকিব হোসেন ও রায়হান আলীকে নাটোর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।[৩]

৪. গত ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সীচা থেকে একটি বাস পুলিশের প্রহরায় ৫০-৬০ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাত আনুমানিক ১১টায় গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী সড়কের পল্লী বিদুৎ কার্যালয়ের সামনে দুর্বৃত্তরা বাসটিতে পেট্রলবোমা ছোঁড়ে। এতে বাসটিতে আগুন ধরে যায়। এই সময় আগুনে পুড়ে সৈয়দ আলী (৪২), হালিমা বাওয়া (৫০), সুমন মিয়া (১২) ও রানী (৭) মারা যান। পরে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে সোনাভান বেগম (২৮), সুজন (১৩), আবুল কালাম আজাদ (৪০) ও সাজু মিয়া (২৫) মারা যান। এই ঘটনায় অন্তত ৩০ জন যাত্রী দগ্ধ হন।[৪]

৫. গত ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে দিনাজপুর-ঢাকা মহাসড়কের মতিহারা বাজারে একদল দুর্বৃত্ত যানবাহন লক্ষ্য করে পেট্রলবোমা ছোঁড়ে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও স্থানীয় কর্তব্যরত পুলিশ পেট্রোল বোমাসহ নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল ও স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা জোবায়েরকে ধরে ফেলে। পরে নবাবগঞ্জ থানা পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতাদের তদবীরে আটক ছাত্রলীগের দুইজনকে ছেড়ে দেয়।[৫]

[৩] যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ২০১৫
[৪] প্রথম আলো, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এবং যুগান্তর ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৫] নয়াদিগন্ত, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

*এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতা*

৬. গত ১১ এপ্রিল কুমিল্লা টাউন হলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আলমের উপস্থিতিতে কর্মী সমাবেশ শেষে সভাপতিসহ নেতারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ছবি তোলার জন্য দুই গ্রুপের নেতা কর্মীদের মধ্যে ধাক্কা-ধাক্কি হয়। এর জের ধরে দুই গ্রুপের নেতা কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষের সময় কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলামকে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী নজরুল এভিনিউতে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত ও গুলি করে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে নগরীর ঝাউতলায় মুন হাসপাতালে ভর্তি করা হলে গত ১২ এপ্রিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এই ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।[৬]

৭. গত ২ জুন ভোরে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইব্রাহীম শিকদার গ্রুপের সঙ্গে কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আতিক মাতব্বর গ্রুপের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় আরশেদ মাতব্বর (৩৫) গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঘটনাস্থলে নিহত হন। এই সময় স্থানীয় মুদি দোকানদার শাহজাহান ঘরামী (৪০) গুলিবিদ্ধ হলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পথে তিনি মারা যান।[৭]

*সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ২০১৫*

৮. গত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন *অধিকারকে* নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি না দেয়ায় ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা ভোটকেন্দ্রগুলোর বাইরে থেকে নির্বাচনের সার্বিক অবস্থা এবং সহিংস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।[৮] চট্টগ্রামে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে জড়িতরা অনুমতি নিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন গণমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বয় করে রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়।

৯. বিরোধী দলের এজেন্টদের আটক এবং বের করে দেয়া, ভোট কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া ও সাংবাদিকদের ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে বাঁধা দেয়া ও তাঁদের ওপর হামলা এবং বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে গত ২৮ এপ্রিল ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকারকে নস্যাৎ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থিত প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করা হয়। সরকারের চাহিদা মোতাবেক ২৮ এপ্রিল এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।[৯] নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে থেকেই গ্রেফতার ও বাধার সম্মুখিন হয়েছেন ২০ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকরা।[১০] নির্বাচনে প্রচারনা চালাতে গিয়ে বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গাড়িতে গুলিবর্ষণসহ কয়েকবার হামলা করেছে সরকার সমর্থকরা। অন্যান্য

[৬] নয়াদিগন্ত, ১৩ এপ্রিল ২০১৫

[৭] মানবজমিন ৪ জুন ২০১৫

[৮] গত ১২ এপ্রিল অধিকার তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে।

[৯] ২০১২ সালে সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে কমিশনার মনোনীত করে নির্বাচন কমিশনকে সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়।

[১০] নয়াদিগন্ত , ২০ এপ্রিল ২০১৫

রাজনৈতিক সংগঠনের প্রার্থী যেমন গণসংহতি আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী এবং সিপিবি-বাসদের মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের ওপরও বিভিন্ন জায়গায় হামলা করে সরকার সমর্থকরা। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি বরং নির্বাচন প্রহসনমূলক হলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই নির্বাচনকে "সুষ্ঠু ও অবাধ" বলে ন্যায্যতা দিয়েছেন।

১০. দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার এই সংকট ও এই ব্যাপারে সৃষ্ট ব্যাপক হতাশাজনক সহিংস পরিস্থিতিতে *অধিকার* গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। *অধিকার* মনে করে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে এক চরম সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচন, ২০১৪ এর কারচুপিমূলক ও সহিংস উপজেলা নির্বাচন এবং ২০১৫ এর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। *অধিকার* মনে করে দেশের এই সংকটে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও সাধারন জনগনকে অবিলম্বে পক্ষপাতহীন হয়ে নাগরিক ও মানবিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ।

### *৬ মাসে ১০৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার*

১১. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ১০৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মৃত্যুর ধরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত বাহিনী ও নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নীচে দেয়া হল।

### *ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ*

১২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ১০৪ জনের মধ্যে ৭৯ জন "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৫৫ জন, র‍্যাবের হাতে ২১ জন, বিজিবি'র হাতে ২ জন ও ১ জন যৌথবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

### *নির্যাতনে মৃত্যু*

১৩. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৩ জন পুলিশের নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

### *গুলিতে মৃত্যু*

১৪. উল্লেখিত নিহতদের মধ্যে ১৬ জন গুলিতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের গুলিতে ১৪ জন ও বিজিবি'র গুলিতে ২ জন মারা গেছেন।

### *পিটিয়ে হত্যা*

১৫. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ২ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পুলিশ ১ জনকে এবং র‍্যাব ১ জনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

*শ্বাসরোধে হত্যা*

১৬. উল্লেখিত নিহতদের মধ্যে পুলিশ একজনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে ।

*অন্যান্যভাবে হত্যা*

১৭. এছাড়া ২ জন ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করলেও তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, পুলিশ তাঁদের ধরে নিয়ে যায় এবং নিহতরা পুলিশের হেফাজতেই ছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। ১ জন যুবককে বিজিবি কুপিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

*নিহতদের পরিচয়*

১৮. নিহত ১০৪ জনের মধ্যে ১৯ জন বিএনপি'র নেতা-কর্মী, ১৪ জন জামায়াতে ইসলামীর সদস্য, ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ৬ জন অজ্ঞাত যুবক, ২ জন ড্রাইভার, ১ জন চাকুরীজীবী, ১ জন মোবাইল সার্ভিস সেন্টারের কর্মচারী, ১ জন ফ্যাক্টরী শ্রমিক, ১ জন উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থক, ১ জন জেলে, ১ জন দর্জি, ১ জন মোটর গ্যারেজের মালিক, ১ জন বেসরকারী ফার্মের নিরাপত্তারক্ষী, ১ জন খুনের মামলার অভিযুক্ত আসামী, ৫ জন অভিযুক্ত মানবপাচারকারী, ২ জন চা বিক্রেতা, এবং ৪৬ জন কথিত অপরাধী।

১৯. জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত অতিসংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধী দলকে দমন করতে সরকার যৌথ বাহিনী দিয়ে অভিযান চালায় এবং এই অভিযান চলাকালে অনেকগুলো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া দেশের সীমান্তবর্তী এলাকা বিশেষ করে কক্সবাজার ও টেকনাফ এলাকায় মানবপাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে অভিযুক্ত নাগরিকদের অপরাধ প্রমাণের আগেই রাষ্ট্রীয় বাহিনী বিনাবিচারে তাদের হত্যা করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে ও নেপথ্যের মূল পাচারকারীদের সন্ধান দেবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ভিকটিম পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবী জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে, ফলে এক্ষেত্রে দায়ী সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে।

২০. ঢাকা মহানগরের খিলগাঁও থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান জনি খিলগাঁও তিলপাপাড়া জোড়াপুকুর খেলার মাঠের পাশে গোয়েন্দা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। নুরুজ্জামানের স্বজনদের অভিযোগ, গত ১৬ জানুয়ারি নুরুজ্জামানের ভাই মনিরুজ্জামান হীরাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ছোট ভাইকে দেখতে আরেক ছাত্র দল কর্মী মঈনকে সঙ্গে নিয়ে ১৯ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে যান নুরুজ্জামান। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক থেকে তাঁকে ডিবি পুলিশ আটক করে। তারপর গত ২০ জানুয়ারি ভোর রাত আনুমানিক ৩টায় জোড়াপুকুর খেলার মাঠ এলাকায় গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়। নুরুজ্জামানের শরীরে ১৬টি গুলির চিহ্ন ছিল বলে সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১]

২১. গত ২ ফেব্রুয়ারি ভোর রাত আনুমানিক চারটায় যশোর জেলার মণিরামপুর থানার এএসআই তাসনিম জাতীয়তাবাদী যুবদলের দুই কর্মী ইউসুফ আলী এবং লিটনের লাশ যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

[১১] প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০১৫

নিয়ে আসেন। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, এঁরা পেট্রোলবোমা ছুঁড়তে যাবার সময় ট্রাক চাপায় মারা গেছেন। ইউসুফের বাবা আবদুল আজিজ বলেন, ২ ফেব্রুয়ারি রাত অনুমানিক ১২.৩০টায় পুলিশ পরিচয়ে সাদা পোশাকধারী একদল লোক বাড়ি থেকে ইউসুফকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। ইউসুফের মা রওশন আরা বলেন, "ছেলের খোঁজে সকালে মণিরামপুর থানায় যাই। সেখানে গিয়ে শুনি আমার ছেলে যশোর হাসপাতালে। হাসপাতালে এসে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পাই"। রওশন আরা দাবি করেন, পুলিশই তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে খুন করেছে; সড়ক দুর্ঘটনার কথা সাজানো।[১২]

২২. রংপুর জেলার মিঠাপুকুরে পুলিশের সঙ্গে কথিত সংঘর্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুদা লাবলু নিহত হয়েছেন। নিহতের বোনের স্বামী মাসুদ জানান, গত ৮ মার্চ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টায় পীরগঞ্জ উপজেলার শানেরহাট কালানুর শাহপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি থেকে সাদা পোশাকের ব্যক্তিরা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোক বলে পরিচয় দিয়ে অস্ত্রের মুখে লাবলুকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর গত ৯ মার্চ দুপুরে পুলিশ তাঁদের খবর দেয় লাবলুর লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই ব্যাপারে নিহতের বাবা নুরুন্নবী শাহ বলেন, "পুলিশ আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে বন্দুক যুদ্ধের নাটক সাজিয়েছে"।[১৩]

২৩. গত ৮ মে ২০১৫ রাত আনুমানিক ৩ টায় কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার মহেশখালীয়াপাড়া সৈকতের ঝাউবন এলাকায় ধলু হোসেন (৫৫), মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (৩০) ও মোঃ জাফর আলম (২৫) পুলিশের কথিত বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় নিহত হয়েছেন। টেকনাফ থানার ওসি আতাউর রহমানের দাবি নিহত ব্যক্তিরা পুলিশের তালিকাভুক্ত মানবপাচারকারী। ঝাউবন থেকে মানবপাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে অভিযান চালালে এই 'বন্দুকযুদ্ধের' ঘটনা ঘটে।[১৪] এছাড়া গত ১০ মে কক্সবাজারের উখিয়ায় জাফর মাঝি (৪৫)[১৫] ও ১২ মে কক্সবাজার সদর উপজেলার ভুমিরাঘোনা গ্রামে বেলাল (৩৮)[১৬] নামের আরো দুই ব্যক্তিকে একইভাবে মানবপাচারকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' হত্যা করা হয়েছে।

২৪. *অধিকার* স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানাচ্ছে।

### *হেফাজতে নির্যাতন ও মর্যাদা হানিকর অমানবিক আচরণ এবং গ্রেফতারের পর পায়ে গুলি*

২৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর অনেককেই থানা হাজতে আটকে রেখে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন করা শুধু ফৌজদারী অপরাধই নয় বরং মানবাধিকারের চরম লংঘন। সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদে বলা আছে "কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবেনা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া যাবে না কিংবা কারো সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না"। রিমাণ্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলা ২০০৩ এ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সুস্পস্ট নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু হাইকোর্ট

[১২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৩] নয়াদিগন্ত ১০ মার্চ ২০১৫
[১৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কক্সবাজারের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৫] নয়াদিগন্ত, ১১/০৫/২০১৫
[১৬] প্রথম আলো, ১৩/০৫/২০১৫

বিভাগের এই নির্দেশনা লংঘন করা হচ্ছে। যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন চরম আশঙ্কা থেকেই যায় যে, সেই ব্যক্তিটি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হবেন। গত ২০ বছর ধরে *অধিকার* নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে এবং হেফাজতে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারন) আইন ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে পাশ হলেও এরই মধ্যে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারন) আইন সংশোধন করে নিজেদের দায়মুক্তির লক্ষ্যে এর সংজ্ঞা ও তদন্ত কার্যক্রম পরিবর্তন ও সাজা কমানোর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।[১৭]

২৬. জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত অতি সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজনীতিবিদদের ছাড়াও গণমাধ্যম ব্যক্তিদেরও গ্রেফতার করে দফায় দফায় রিমাণ্ডে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে বিভিন্ন মামলায় ২৭ দিনের এবং বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে চার দফায় ১২ দিনের রিমাণ্ডে নেয়া হয়। বেসরকারী টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন এ্যাটকোর সভাপতি মোসাদ্দেক আলী ফালুকে বিভিন্ন থানায় দায়ের করা মামলায় তিন দফায় ১৩ দিন এবং একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আবদুস সালামকে একটি পর্নোগ্রাফি মামলায় ৫ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। এছাড়াও এই সময় নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তুলে নেয়ার ২১ ঘন্টা পর গ্রেফতার দেখানো হলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় ২৫ ফেব্রুয়ারি ১০ দিনের রিমান্ডে নেয়ার অনুমতি দেয় আদালত।[১৮] ১০ দিনের রিমান্ড শেষে মান্নাকে ৭ মার্চ আদালতে হাজির করার পর মান্না আদালতকে জানান, তিনি তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত এবং জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশি হেফাজতে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে।[১৯] কিন্তু আদালত পুনরায় তাঁকে আরেকটি মামলায় ১০ দিনের রিমাণ্ডে নেয়ার জন্য পুলিশকে অনুমতি দেয়।[২০]

২৭. গত ১৬ জানুয়ারি ঢাকার শাহ আলী থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মোহন ব্যাপারী মোল্লা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কারা তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নিহতের শ্যালক মোহাম্মদ আলামিনের দাবি, গত ১২ জানুয়ারি শাহ আলী থানা পুলিশ নাশকতার মামলায় মোহনকে গ্রেফতার করে এবং গ্রেফতারের পর গাড়িতে উঠিয়েই তাঁকে নির্যাতন করা শুরু করে। এরপর সারারাত তাঁর ওপর নির্যাতন করা হয়। এর ফলে মোহন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয় এবং আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠায়। কারা হাসপাতালের চিকিৎসায় উন্নতি না হওয়ায় মোহনকে গত ১৬ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তিনি মারা যান।[২১]

২৮. গত ১৭ মার্চ পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালাইয়ার ল্যাংরা মুন্সির পুল এলাকায় কালাইয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মোহাম্মদ হালিম খান ও বাউফল প্রথম আলোর প্রতিনিধি মিজানুর রহমানের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয় যা পরে মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু এরপর মারধর ও সরকারী কাজে বাধাদানের অভিযোগে মিজানুরের বিরুদ্ধে বাউফল থানায় মামলা করে পুলিশ। ঐদিন রাতেই মিজানুরকে গ্রেফতার করা হয় এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নরেশ চন্দ্র কর্মকারের কক্ষে নিয়ে মিজানুরের হাতে হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে তাঁকে লাঠি দিয়ে এলোপাথারি ভাবে পেটায় এক দল পুলিশ। জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত এই পেটানো

[১৭] প্রথম আলো ৫ মার্চ ২০১৫
[১৮] অধিকার থেকে সংগৃহীত তথ্য
[১৯] নিউ এইজ ১১ মার্চ ২০১৫
[২০] মানবজমিন, ১১ মার্চ ২০১৫
[২১] যুগান্তর ১৭ জানুয়ারি ২০১৫

চলতে থাকে। মিজানুরের ভাষ্য মতে, তাঁকে নির্যাতনকারীদের এই দলে ছিলেন পটুয়াখালীর (সদর সার্কেল) সাহেব আলী পাঠান, বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নরেশ চন্দ্র কর্মকার এবং আরও দুইজন পুলিশ সদস্য।[২২] গত ২২ মার্চ মিজানুর রহমানকে পটুয়াখালী জেলা কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। এই সময় মিজান হাঁটতে পারছিলেন না। দুই পুলিশ সদস্য তাঁকে দুই পাশ থেকে ধরে আদালতে হাজির করেন। এরপর মিজান তাঁর শার্ট খুলে বিচারককে পুলিশের নির্যাতনের চিহ্ন দেখান।[২৩] গত ২৪ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ মিজানুর রহমানকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করাকে কেন অবৈধ ঘোষনা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারী করে।[২৪] বর্তমানে মিজানুর রহমান জামিনে মুক্ত আছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছে।

২৯. রাজশাহী মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ৫ জন সদস্য মহানগরের হরিপুর স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র আল আমিন অপু (১৩) কে ৯ জুন রাত আনুমানিক ১০ টায় রাস্তা থেকে অস্ত্র ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে তার ওপর নির্যাতন চালায়। অপুর বাবা মিলন জানান, ৮ জুন একটি মাদক সংক্রান্ত মামলায় হাজিরা দিতে তিনি রাজশাহী জেলা জজ আদালতে গেলে এস আই মনোয়ারের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের ৮ সদস্যের একটি দল আদালত ভবনের নিচে অবস্থান নেয় এবং তাদের মধ্যে একজন তাঁকে ফোন করে দুই লক্ষ টাকা এনে দিতে বলে এবং তা না দিলে তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দেয়। এই অবস্থায় মিলন বিষয়টি তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতকে জানালে আদালত কোর্ট পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু কোর্ট পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এর পর ডিবির এক কনষ্টেবল তাঁকে ফোন করে টাকা আনতে বলে, না হলে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে মিলন আদালত চত্বর থেকে দেয়াল টপকিয়ে পালিয়ে যান, তবে এই সময়ে তাঁর বাম পা ভেঙ্গে যায়। মিলন পালিয়ে যাওয়ার পর গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে খুজতে থাকে এবং মিলনকে ধরতে না পেরে তাঁর ছেলে আল আমিন অপুকে আটক করে। এর পর ডিবির এক কনষ্টেবল মিলনকে ফোন করে বলে যে, ছেলেকে ফেরত পেতে হলে রাতেই টাকা দিতে হবে। ডিবি হেফাজতে অপুকে লাঠি দিয়ে পেটানো হয় এবং তার আর্তচিৎকার মোবাইল ফোনে তার বাবা মাকে শোনানো হয়। অপুর চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে তাকে একটি কক্ষে নিয়ে এস আই আজাহার দুই জন কনষ্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে অপুর গোপনাঙ্গে ইলেকট্রিক শক দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালায় বলে জানা যায়। পরে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেয়ার পর অপুকে একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর রেখে ছেড়ে দেয়া হয়।[২৫]

৩০. রিমাণ্ডে এবং অন্তরীণ অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় যে কোন ধরনের নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লংঘন। বাংলাদেশে হেফাজতে নির্যাতন ঘটেই চলছে। ২০০৯ সালে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারন) বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলেও মূলত ভিকটিম পরিবার এবং মানবাধিকার কর্মীদের চাপে ২০১৩ সালে এটা পাশ হয়। এই আইনটি পাশের ব্যাপারে *অধিকার* ২০০৯ সাল থেকেই প্রচারণা চালিয়েছে এবং তৎকালীন সরকার ও বিরোধীদলের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে এই আইনটি পাশের জন্য অনেকগুলো বৈঠকও করেছে। তাই এই আইন পুলিশ সদর দপ্তরের দেয়া প্রস্তাব অনুযায়ী পরিবর্তন করা হলে এর আর কোন কার্যকারিতা থাকবে না বলে *অধিকার* মনে করে। এর ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী

[২২] প্রথম আলো ২১ মার্চ ২০১৫
[২৩] প্রথম আলো ২৩ মার্চ ২০১৫
[২৪] প্রথম আলো ২৪ মার্চ ২০১৫
[২৫] যুগান্তর ২৬ জুন ২০১৫

বাহিনীর সদস্যরা আরো বেশী মাত্রায় দায়মুক্তি ভোগ করবে। এমনিতেই এই আইন থাকা সত্ত্বেও নির্যাতনের মাত্রায় কোন হেরফের হয়নি বরং পায়ে গুলি করার একটি নতুন প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে। তবুও এই আইন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকলে ভবিষ্যতে জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য তা প্রয়োজনীয় হবে বলে *অধিকার* মনে করে।

৩১. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৩০ জনকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটকের পর পায়ে গুলি করেছে বলে জানা গেছে।

৩২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও পাশাপাশি নির্যাতনের পাশাপাশি ২০১১ সাল থেকে অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করার একটি নতুন প্রবণতা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। বিরোধীদলের আন্দোলনকে দমন করতে গিয়ে এই ধরনের ঘটনা আরো বেশী ঘটছে বলে জানা গেছে।

৩৩. গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক সাড়ে আটটায় পুরোনো ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র নয়ন বাছাড় ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে থেকে মীরহাজীরবাগ যাওয়ার জন্য বাসে ওঠেন। এই সময় বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলে নয়ন বাছার বাস থেকে নেমে পড়ায় পুলিশ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞেস করে তিনি জামায়াত-শিবির এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কি-না। নয়ন নিজের নাম বলেন এবং নিজেকে হিন্দু[২৬] সম্প্রদায়ের লোক বলে পরিচয় দেন। কিন্তু সাদা পোশাকের পুলিশ তৎক্ষণাৎ নয়নের হাঁটুর ওপরে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় নয়ন পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হন।[২৭]

৩৪. গত ৩ মার্চ মোহাম্মদ নোমান পুরোনো ঢাকার সদর ঘাটে আসেন শার্ট কেনার জন্য। এই সময় ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। তিনি ভয়ে দৌড়ে চলে যাওয়ার সময় পুলিশ তাঁকে আটক করে এবং মারধর করার এক পর্যায়ে বাম পায়ে গুলি করে। ভোলার দরিদ্র কৃষক আবদুল মোন্নাফের ছেলে নোমানকে এরপর পুলিশ পাহারায় পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[২৮]

৩৫. গত ২৪ মে ২০১৫ যশোরের কেশবপুর ডিগ্রি কলেজের ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষার্থী সাব্বির হোসেন সোহান (১৭) কে কেশবপুর বাজার থেকে আটকের পর মারধর করে ডান পায়ে গুলি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে মনিরামপুর থানা পুলিশের বিরুদ্ধে। মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন সাব্বির হোসেন জানান, পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে কেশবপুর বাজারের দক্ষিণপাশ থেকে মনিরামপুর থানা পুলিশ তাঁকে আটক করে মারধরের একপর্যায়ে তাঁর ডান পায়ে গুলি করে।[২৯]

৩৬. *অধিকার* মনে করে দায়মুক্তির কারণেই আইন শৃংখলা রক্ষকারী বাহিনীগুলোর অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করার এই প্রবণতা তৈরি হয়েছে। *অধিকার* অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনুনগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

---

[২৬] জামায়াত-এ-ইসলামী ও তার ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল

[২৭] মানবজমিন ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

[২৮] মানবজমিন, ১৫ মার্চ ২০১৫

[২৯] যুগান্তর, ২৬/০৫/২০১৫

### *কারাগার পরিস্থিতি*

৩৭.২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারির আগে থেকেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সারাদেশে ২০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান চালাতে থাকে।[৩০] বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ ২০ দলীয় জোটের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে নাশকতায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ।[৩১] পুলিশ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে গ্রেফতার করে হয়রানি করেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। এই গণগ্রেফতারের ফলে দেশের কারাগারগুলোতে অসম্ভব রকম চাপ বাড়ে এবং মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। মাত্রাতিরিক্ত বন্দী সামলাতে কারা কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হয়। কারাগারগুলোতে খাদ্য, চিকিৎসা, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সংকট দেখা দেয়। ১০০ জনের কক্ষে রাখা হয় ৪০০ জনকে। বাথরুম ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ার কারণে মারাত্মক পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় দেখা দেয়। বন্দীদের অধিকাংশই নির্ঘুম রাত্রিযাপন করেন এবং অনেক কারাগারে তাঁবু টানিয়ে তাতে বন্দী রাখা হয়।[৩২] এছাড়া কারাগারের গেট থেকেই জামিনে মুক্তি পাওয়া বন্দীদের পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।[৩৩] বন্দীদের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় বেশীর ভাগ স্বজনকেই এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত দেখা যায়।

৩৮.গত ১০ ফেব্রুয়ারি গণগ্রেফতারের শিকার আকবর আলী নামে এক মুদি দোকানদারের ভাই আবুল কাশেম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি জানান, জেলে তাঁর ভাই ভীষণ কষ্টে আছেন। ঠিকমত ঘুমাতে না পেরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

### *কারা হেফাজতে মৃত্যু*

৩৯.জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ২৬ জন কারা হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২৫ জন অসুস্থতাজনিত কারণে মারা গেছেন ও ১ জন আত্মহত্যা করেছেন।

৪০. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪১.গত ৩ মে ২০১৫ বিডিআর বিদ্রোহ সংক্রান্ত পিলখানা হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন পিন্টু কারা হেফাজতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে মারা যান।[৩৪] তাঁর পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসায় অবহেলার মাধ্যমে পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের প্রধান ডাক্তার রইছ উদ্দিন জানান, ২ মে অসুস্থ পিন্টুর চিকিৎসার জন্য তিনি কারাগারে যান।[৩৫] কিন্তু কারাগারে গেলেও জেল সুপার শফিকুল ইসলাম তাঁকে পিন্টুর চিকিৎসা করার অনুমতি দেননি।[৩৬]

---

[৩০] মানবজমিন, ২২ জানুয়ারি ২০১৫

[৩১] প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি

[৩২] নয়াদিগন্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

[৩৩] মানবজমিন, ১৮ জানুয়ারি ২০১৫

[৩৪] যুগান্তর, ০৪/০৫/২০১৫

[৩৫] যদিও কারা কর্তৃপক্ষ ২৩ এপ্রিল পিন্টুর চিকিৎসা করানোর জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিঠি পাঠায় এবং নিরাপত্তা জনিত কারণ দেখিয়ে কারাগারেই চিকিৎসা করানোর বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবগত করে।

[৩৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকারকর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/যুগান্তর, ০৪/০৫/২০১৫

৪২. *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দীদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছে। কারাগারে আটক কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

### *আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ*

৪৩. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৩৮ জনকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৮ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ২০ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ১০ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।[৩৭]

৪৪. জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির সময় দেশে অনেক গুমের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর চরম দায়মুক্তিই নির্দেশিত করে। অতীতেও গুমের ঘটনাগুলো সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এবং অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বারবার অস্বীকার করেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে গুম প্রমাণিত হওয়ার পরও অপরাধী আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এই ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে।

৪৫. গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ বিকেল আনুমানিক ৩ টায় রংপুরের মিঠাপুকুরে অভিযান চালিয়ে যৌথ বাহিনীর পরিচয়ে গৃহকর্তা আল-আমিন কবির (৩৫) তাঁর স্ত্রী বিউটি বেগম (৩০) ও বাড়ির গৃহকর্মী মৌসুমী (৩০) কে তুলে নিয়ে গুম করা হয়েছে বলে ভিকটিম পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন। আল-আমিনের খালাতো ভাই তারিকুল ইসলাম *অধিকার*কে জানান, বিরোধী দলীয় জোটের অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ রাতে মিঠাপুকুর এলাকায় একটি বাসে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার জের ধরে পরদিন ১৪ জানুয়ারি দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় তাঁদের এলাকায় অভিযান চালায় র‍্যাব, বিজিবি ও পুলিশের পোশাক পরিহিত যৌথ বাহিনী। একপর্যায়ে বিকেল আনুমানিক ৩ টায় আল-আমিনের বাড়িতে আসে তারা। বাড়ির আসবাবপত্র তছনছ করার পর আল-আমিনকে ধরে বাড়ির উঠোনে নিয়ে হাত-পা বেঁধে বেধড়ক পেটাতে থাকে। এই সময় তাঁর স্ত্রী বিউটি ও বাড়ির গৃহকর্মী মৌসুমী এগিয়ে এলে আল-আমিনসহ তাঁদেরকেও গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আল-আমিন পেশায় দলিল লেখক ছিলেন। তিনি বিএনপি'র সমর্থক ছিলেন। ছয়মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তাঁদের এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।[৩৮]

৪৬. গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১ টায় পল্লবী থানা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নূর আলমকে গাজীপুরের বড় ভাইয়ের বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে আনুমানিক ১০ জন সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী ব্যক্তি। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নূর আলমের স্ত্রী রীনা আলম অভিযোগ করেন, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দেয়া অস্ত্রধারীরা সকালে জয়দেবপুর থানায় খোঁজ নিতে বলেন।

---

[৩৭] *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২০৮ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যাঁদের মধ্যে ২৮ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ৭১ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে অথবা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১০৯ জনের কোনো খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।

[৩৮] *অধিকারএর* সংগৃহীত তথ্য

কিন্তু থানা, হাসপাতাল, গোয়েন্দা অফিস কোথাও খোঁজ করে তাঁরা নূর আলমের বিষয়ে জানতে পারেননি। এরপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজও পাওয়া যায়নি। [৩৯]

৪৭. বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমেদকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা গত ১০ মার্চ রাতে ঢাকার উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরের একটি বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন তাঁর স্ত্রী হাসিনা আহমেদ। হাসিনা আহমেদ *অধিকারকে* জানান, তাঁদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের উত্তরার বাসায় সালাহ উদ্দিন আহমেদ আত্মগোপন করে দলীয় কর্মসূচী পরিচালনা করছিলেন।[৪০] বাসার নিরাপত্তাকর্মী ও কেয়ারটেকার আক্তারুজ্জামানের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ১০ মার্চ রাত ১০.১০ মিনিটে দুইটি র‍্যাব ও দুইটি পুলিশের গাড়ি উত্তরার ওই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় এবং গাড়িগুলো রাস্তার ওপর বাঁকা করে রেখে কিছু সময়ের জন্য রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এর পরপরই বেশ কয়েকজন সাদা পোশাকধারী লোক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে জোর করে ওই বাসায় প্রবেশ করে এবং সালাহ উদ্দিন আহমেদকে চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।[৪১] অন্যদিকে সালাহ উদ্দিন আহমেদের গুম হওয়ার আগে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ওসমান গণি এবং তাঁর গাড়ি চালক শফিক ও খোকনকে সাদা পোশাকের লোকজন ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে অস্বীকার করে এবং পরে থানায় হস্তান্তর করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরপর ৬৩ দিন পর গত ১১ মে সালাহ উদ্দিন আহমেদকে অপহরণকারীরা ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ের গলফ ক্লাবের সামনের রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। স্থানীয় লোকদের সহায়তায় তিনি পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাঁকে আটক করে।[৪২] তাঁকে মানসিক হাসপাতাল মেঘালয় ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্স এ ভর্তি করলে সেখান থেকে ১২ মে তিনি মোবাইল ফোনে তাঁর স্ত্রী হাসিনা আহমেদকে তাঁর অবস্থান জানান।[৪৩] গত ১৮ মে ২০১৫ সিটি স্ক্যান করাতে শিলং সিভিল হাসপাতালের এক ভবন থেকে অন্য ভবনে নেয়ার পথে সালাহ উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন ঢাকার উত্তরা থেকে অপহরণের পর ৬৩ দিন তাঁকে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। এরপর অপহরণকারীরা ১২/১৪ ঘন্টার দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে ১১ মে ভোররাতে শিলং গলফ কোর্সের পাশে তাঁকে ফেলে চলে যায়। পুরো পথ পাড়ি দেয়ার সময় তাঁর চোখ, হাত, মুখ বাঁধা ছিল।[৪৪] চিকিৎসা শেষে গত ২৬ মে তাঁকে শিলং সদর থানায় নেয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে বিনা পাসপোর্টে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতের ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৪৫] বর্তমানে সালাহউদ্দিন শর্তসাপেক্ষে জামিনে রয়েছেন। শর্ত অনুয়ায়ী তাকে শিলংয়েই থাকতে হচ্ছে এবং প্রতি সপ্তাহে একবার তিনি পুলিশের কাছে হাজিরা দিচ্ছেন।[৪৬]

৪৮. *অধিকার* মনে করে সরকার আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার করার কারণে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং গুম সহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। *অধিকার* গুমের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার এবং এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে ।

---

[৩৯] মানবজমিন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

[৪০] বিএনপির অধিকাংশ শীর্ষ নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়ে জেলে থাকায় সালাহ উদ্দিন আহমেদ আত্মগোপন অবস্থায় থেকে প্রতিদিন দলীয় বিজ্ঞপ্তি পাঠাচ্ছিলেন।

[৪১] অধিকারএর সংগৃহিত তথ্য

[৪২] প্রথম আলো, ১৯/০৫/২০১৫

[৪৩] মানবজমিন, ১৩/০৫/২০১৫

[৪৪] প্রথম আলো, ১৯/০৫/২০১৫

[৪৫] প্রথম আলো, ২৭/০৫/২০১৫

[৪৬] নয়াদিগন্ত ২৪/০৬/২০১৫

### *আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব*

৪৯.সরকার বিরোধী দলকে দমন করার জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অপব্যবহার করছে । ফলে তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে। এই কারণে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেক সদস্যই আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছেন।

৫০.গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটায় নাগরিক ঐক্যের[৪৭] আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাকে বনানীর একটি বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের পরিচয়ে একটি দল তুলে নিয়ে যায় বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে ঢাকা মহানগর পুলিশ এবং গোয়েন্দা পুলিশ মান্নাকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক রাত ১২ টায় র‍্যাব সদস্যরা মান্নাকে গুলশান থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে এবং দাবি করে যে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১১ টায় তারা ধানমণ্ডির স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের কাছ থেকে মান্নাকে গ্রেফতার করেছে। মান্নার বিরুদ্ধে সশ্রস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উস্কে দেয়ার অভিযোগে দণ্ডবিধির ১৩১ ধারায় গুলশান থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৪৮]

৫১.গত ২৪ ফেব্রুয়ারি লক্ষীপুর সদর উপজেলার দত্তপাড়া ইউনিয়নে বড়ালিয়া গ্রামের দেওয়ানজি বাড়ি এলাকায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালায়। এই সময় দত্তপাড়া ইউনিয়ন ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি সুমনকে আটক করতে না পেরে তাঁর ৬০ বছর বয়সী বৃদ্ধা মা শামসুন্নাহারকে আটক করে চন্দ্রগঞ্জ থানায় নিয়ে যায় তারা। এরপর থেকে শামসুন্নাহারকে থানায় পাঁচ দিন আটক করে রাখা হয়।[৪৯]

৫২.গত ২০ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১০টায় ঢাকার তুরাগ থানাধীন বাউনিয়ার বটতলা এলাকায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ আবদুল মজিদ ওষুধ আনতে বাড়ীর বাইরে যান। এই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি মাইক্রোবাস থেকে তাঁকে ডাকা হয়। তিনি এগিয়ে গেলে একজন তাঁকে 'মাইক্রোবাসে' উঠতে বলে। আবদুল মজিদ মাইক্রোবাস আরোহীদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা নিজেদের পুলিশ বলে পরিচয় দেয়। তখন আবদুল মজিদ রাতের বেলায় অপরিচিত সাদাপোশাক পরিহিত লোকদের মাইক্রোবাসে উঠতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা আবদুল মজিদকে রাস্তায় ফেলে প্রচণ্ড মারধর করে। আহত আবদুল মজিদকে রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুবে খুদা বলেন, গাজীপুরের জয়দেবপুর থানা পুলিশের একটি দল এই ঘটনা ঘটিয়েছে।[৫০]

৫৩.*অধিকার* আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ঘটনায় এবং তাদের দায়মুক্তিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* অবিলম্বে আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে জড়িত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানাচ্ছে।

### সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা লংঘন

৫৪.*অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ৪৬ জন সাংবাদিক আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত, ২৯ জন হুমকির সম্মুখীন, ২ জন আক্রমণের শিকার, ১ জন নির্যাতনের শিকার, ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং ৮টি স্থানীয় পত্রিকার প্রকাশনা (ডিক্লারেশন বাতিল) বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

---

[৪৭] নাগরিক ঐক্য নাগরিক আন্দোলনের একটি সংগঠন

[৪৮] প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

[৪৯] মানবজমিন, ১ মার্চ ২০১৫

[৫০] প্রথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০১৫

৫৫.জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে সরকার সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ভয়ভীতি প্রর্দশন ও মামলা দায়ের করেছে এবং গণ মাধ্যমে স্বাধীন মতামত দেয়ার কারনে নাগরিকদের গ্রেফতার করেছে। এছাড়াও খবর সংগ্রহের সময় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সাংবাদিকদের ওপর হামলা করেছে। অন্যদিকে সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দলাদলির সৃষ্টি হওয়ায় নিরপেক্ষ পেশাদারিত্ব বজায় থাকার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

৫৬.বর্তমান সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভিতে সরকারী ও সরকার দলীয় খবরা খবরই পরিবেশিত হয়। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং এর ফলে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হচ্ছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় দৈনিকগুলোর সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সভার প্রস্তাবের বিবরণে বলা হয় যে, সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্র ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমের পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। একদিকে রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে দায়িত্বরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে, অন্যদিকে সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা চলছে। একাধিক সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হচ্ছে। এছাড়াও একাধিক টিভি চ্যানেলের মালিকদের গ্রেফতার করে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। টিভি টকশোয় নানাভাবে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে কিছু টকশো বন্ধ করা হয়েছে। এরপর গত ৪ এপ্রিল দৈনিক পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদের সংগঠন 'সম্পাদক পরিষদ' আরেকটি সভায় জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর জেলা সংবাদদাতাদের ওপর পুলিশ, প্রভাবশালী রাজনীতিক ও স্থানীয় দুবৃর্ত্তদের নির্যাতন-হয়রানির ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং প্রেস কাউন্সিলের সাম্প্রতিক একটি চিঠির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।[৫১]

৫৭.গত ৪ জানুয়ারি রাতে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৫০ মিনিটের দেয়া বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচার করে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল একুশে টেলিভিশন (ইটিভি)। এরপর ৬ জানুয়ারি ভোরে কারওয়ান বাজারে ইটিভির কার্যালয়ের নিচ থেকে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আবদুস সালামকে ধরে নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ। পরে তাঁকে পর্নোগ্রাফি আইনে দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। গত ৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে আবদুস সালামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার[৫২] অনুমোদন দেয়ার পর একই দিনে তেজগাঁও থানার উপ পরিদর্শক বোরহান উদ্দিন বাদী হয়ে তারেক রহমান ও আবদুস সালামসহ অজ্ঞাতনামা আরও চার-পাঁচজনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন।[৫৩]

৫৮.গত ৯ জানুয়ারি রাজশাহী কলেজ চত্বরে অবরোধের সমর্থনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মিছিল বের করে। এই খবর পেয়ে গণ মাধ্যমের কর্মীরা সেখানে যান। পুলিশ মিছিলকারীদের ধাওয়া করলে তাঁরা পালিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ গণমাধ্যমের কর্মীদের ওপর হামলা করে। পুলিশের হামলায় আহত হন যমুনা টেলিভিশনের সাংবাদিক সোহরাব হোসেন।[৫৪]

---

[৫১] প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০১৪

[৫২] ২০১১ সালের ৩০ জুন সংসদে পাশ হওয়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাপারে সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড ধার্য করা হয়েছে।

[৫৩] প্রথম আলো ৯ জানুয়ারি ২০১৫

[৫৪] যুগান্তর ১০ জানুয়ারি ২০১৫

৫৯.গত ১৩ জানুয়ারি বিএনপি'র তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল ২৪ এর টক শোতে অংশ নিয়ে স্টুডিওর বাইরে আসতেই গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেফতার করে। ওই টক শোতে মানবাধিকার কর্মী মোহাম্মদ নূর খান ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক প্রেস সেক্রেটারী আবুল কালাম আজাদও অংশ নেন। মোহাম্মদ নূর খান বলেন, হাবিবুর রহমান হাবিব বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে অবরুদ্ধ করে রাখার কারণে সরকারের কড়া সমালোচনা করেন।[৫৫]

৬০.নোয়াখালী জেলার মাইজদী শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল ওয়াদুদ পিন্টু টেলিফোনে যুগান্তর পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মো: হানিফকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। হুমকির ঘটনাটি গত ২৪ এপ্রিল যুগান্তরে প্রকাশ করা হলে আবদুল ওয়াদুদ পিন্টু ক্ষিপ্ত হয়ে রাফী, রাজিব ও রাজু সহ ৪/৫ জন দুর্বৃত্তকে সঙ্গে নিয়ে টাউন হল মোড়ে মো: হানিফের অফিসে হামলা চালান। হামলায় হানিফ আহত হন এবং তাঁর অফিসের অবসাবপত্র ভাংচুর করা হয়।[৫৬]

৬১.গত ১২ মে বিচারকাজ চলাকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা মামলায় বকশীবাজারের আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত বিশেষ জজ-৩ আদালত এর বিচারক আবু আহমেদ আদালতে দেয়া দৈনিক আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[৫৭]

৬২.গত ২০ মে ২০১৫ মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল কোন কারন না দেখিয়ে একতরফাভাবে মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক দেশসেবা, সাপ্তাহিক মুন্সীগঞ্জ, সাপ্তাহিক মুন্সীগঞ্জ সংবাদ, সাপ্তাহিক বিক্রমপুর সংবাদ, সাপ্তাহিক কাগজের খবর, সাপ্তাহিক মুন্সীগঞ্জের বাণী, সাপ্তাহিক খোলা কাগজ ও সাপ্তাহিক সত্য প্রকাশ নামের ৮টি সংবাদপত্রের প্রকাশনার ঘোষণাপত্র বাতিল করে দেন।[৫৮]

৬৩.মানাব পাচার,ইয়াবা চোরাচালান ইত্যাদি বিষয়ে গত ১৮ জুন প্রথম আলোয় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে এর প্রতিবাদে একই দিনে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে টেকনাফ পৌর যুবলীগের ব্যানারে এক সভা থেকে টেকনাফ সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য কালু মিয়া প্রথম আলোর টেকনাফ প্রতিনিধি গিয়াস উদ্দিনকে হত্যার হুমকি দেন।[৫৯]

৬৪.সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি, সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন, মামলা দায়ের এবং পত্রিকা বন্ধ করার ঘটনায় *অধিকার* গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। *অধিকার* মনে করে এই ধরণের কার্যকলাপ স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে।

### *মত প্রকাশের স্বাধীনতা*

৬৫.গত ২০ মে ২০১৫ ফেসবুকে সরকারের সমালোচনা করার অভিযোগে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার বারিষাব ইউনিয়নের কুশদী ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনিসুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, কামরুজ্জামান

[৫৫] নিউএজ ১৪ জানুয়ারি ২০১৫
[৫৬] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৫৭] আমারদেশ, ১৩/০৫/২০১৫ (অনলাইন)
[৫৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৫৯] প্রথম আলো ১৯ জুন ২০১৫

তাঁর ফেসবুকে সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য পোস্ট করায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।[৬০]

৬৬. গত ১০ জুন আদালত অবমাননার দায়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ডা. জাফর উল্লাহ চৌধুরীকে সাজা দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। শাস্তি হিসেবে তাঁকে এক ঘন্টা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ দেয়া হয় এবং সেই সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। যা অনাদায়ে এক মাসের জেল দেয়া হয়। গত ১৬ জুন ডা. জাফর উল্লাহ চৌধুরীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেয়া অর্থদণ্ডের কার্যকারিতা আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত স্তগিত করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। উল্লেখ্য ব্লগে লেখার মাধ্যমে বিচারাধীন বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর দায়ে সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যানকে ২০১৪ সালের ২ ডিসেম্বর সাজা দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল- ২। এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ৫০ জন নাগরিকের এক বিবৃতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। ৫০ জন বিবৃতিদাতার মধ্যে ২৬ জন নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান। একজন আগেই বিবৃতি থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। বাকি ২৩ জনের বিরুদ্ধে ১ এপ্রিল আদালত অবমাননার রুল জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।[৬১]

### *নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ব্যবহার*

৬৭. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনো পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৬২] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লংঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। *অধিকার* এর তথ্যমতে, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১৪ জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের অধীনে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৬৮. গত ২৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে কটুক্তি করে ফেসবুকে বিভিন্ন মন্তব্য ও ছবি আপলোড করার অভিযোগে ওয়ার্ল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্রী ফিদরাতুল মুনতাহা সানজিদাকে রমনা পুলিশ গ্রেফতার করে। গত ২১ জানুয়ারি সাইদ ইবনে মাসুদ নামে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন চিত্রগ্রাহক ওই ছাত্রী ও তাঁর আত্মীয় গোফরান মিয়াকে আসামী করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এ একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে ফেস বুকে আইডি খুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে কটুক্তি করা হচ্ছে। এই বিষয়ে সাইদ ইবনে মাসুদ বলেন,

---

[৬০] মানবজমিন, ২৪/০৫/২০১৫

[৬১] যুগান্তর ১১ জুন ২০১৫ এবং মানবজমিন ১৭ জুন ২০১৫

[৬২] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

গোফরান মিয়া ছিলেন তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার। পরবর্তীতে নানা কারণে তাঁদের দুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।[৬৩]

৬৯. গত ৮ ফেব্রুয়ারি নওগাঁ জেলার সাপাহারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাঙ্গাত্মক ছবি মোবাইল ফোন মেমরিতে লোড করার অভিযোগে মিলন চৌধুরী মার্কেটের মাজিবুর টেলিকমে অভিযান চালিয়ে রুবেল হোসেন (২২) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ মাজিবুর টেলিকমের মালিক সোহেল রানা মাজিবুর ও রুবেল হোসেনকে আসামী করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করেছে।[৬৪]

৭০. গত ২০ ফেব্রুয়ারি ১৭ বছর বয়সী এসএসসি পরীক্ষার্থী রিফাত আব্দুল্লাহ খানকে পরীক্ষা দিয়ে বের হবার পর পুলিশ তুলে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।[৬৫]

৭১. গত ১৮ মে ২০১৫ ভোলা জেলার সদরঘাট থেকে রোমান পালোয়ান (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। ওই দিনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যঙ্গচিত্র আপলোড করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধন আইন ২০১৩) এর ৫৭(১) ধারায় ভোলা থানায় মামলা দায়ের করে পুলিশ।[৬৬] রোমান বর্তমানে ভোলা জেলা কারাগারে আটক রয়েছেন।

৭২. গত ১৬ জুন সাম্প্রদায়িক উস্কানির অভিযোগে অনলাইন পত্রিকা ইসলামিক নিউজ ২৪ ডট নেটের সম্পাদক এস এম সাখাওয়াত হোসেনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। তাঁর পারিবারিক সুত্র জানিয়েছে, কয়েকদিন ধরে এস এম সাখাওয়াত হোসেনকে ডিবি কার্যালয়ে দেখা করতে বলা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ জুন তিনি ডিবি কার্যালয়ে দেখা করতে যান। এরপর আর বাসায় ফেরেননি। পরদিন ১৬ জুন তার বাসায় অভিযান চালিয়ে ল্যাপটপসহ কিছু দলিলপত্র নিয়ে যায় গোয়েন্দারা। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, মিয়ানমারে বৌদ্ধরা রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর নৃশংস অত্যাচার করছে এবং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ বিশ্ব মুসলমানদের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে এস এম সাখাওয়াত ওই অনলাইন পত্রিকা এবং তাঁর ফেসবুক পেইজে বিভিন্ন লেখা পোস্ট করেন। এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধন আইন ২০১৩) এর ৫৭(১) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ।[৬৭]

### *ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আইনের খসড়া*

৭৩. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ বহাল রাখার পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহারে কঠোর আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এতে সর্বোচ্চ ২০ বছরের সাজা এবং পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করার বিধান থাকছে। প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, পুলিশ সন্দেহজনক কম্পিউটার জব্দ করতে প্রয়োজনে'দরজা-জানলা ভাঙ্গা'সহ যে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

[৬৩] মানবজমিন ২৪ জানুয়ারি ২০১৫
[৬৪] নয়াদিগন্ত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৬৫] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এই রিপোর্টের 'আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ' পড়ুন
[৬৬] প্রথম আলো, ১৯/০৫/২০১৫ (অনলাইন) http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/531757/
[৬৭] নয়াদিগন্ত ১৮ জুন ২০১৫

নিতে পারবে। এ ছাড়া দেশের সীমানার বাইরে এ-সংক্রান্ত কোনো অপরাধ হলে তা দেশের আদালতে বিচারের এখতিয়ারও এই খসড়ায় রাখা হয়েছে।[৬৮]

### *ব্লগার হত্যা*

৭৪.গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক পৌনে ৯ টায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ব্লগার অভিজিৎ রায় (৪২) ও তাঁর স্ত্রী বাংলা একাডেমির একুশের বই মেলা থেকে বেরিয়ে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে ফুটপাথে চা খাওয়ার জন্য দাঁড়ালে দুইজন দুবৃর্ত্ত অস্ত্রধারী পুলিশের সামনে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের কুপিয়ে আহত করে পালিয়ে যায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুজনকে ভর্তি করা হলে রাত আনুমানিক সাড়ে ১০ টায় অভিজিৎ মারা যান। যখন হামলার ঘটনা ঘটছিলো তখন একুশের বই মেলার কারণে টিএসসি মোড়ে অনেক মানুষের ভিড় এবং বই মেলার চারপাশ ঘিরে তিন স্তরের পুলিশী নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল।[৬৯]

৭৫.গত ১২ মে ২০১৫ সিলেট নগরীর সুবিদবাজার নূরানী দিঘিরপাড় এলাকায় ছাতকের জাউয়াবাজার পূবালী ব্যাংকের কর্মস্থলে যাওয়ার পথে নিজ বাড়ির সামনে চার মুখোশধারী দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত হন ব্লগার অনন্ত বিজয়। এই দিন দুপুরেই কথিত আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামের একটি সংগঠন এক টুইটার বার্তার মাধ্যমে অনন্ত বিজয় হত্যার দায় স্বীকার করে। নিহত হবার দুই ঘন্টা আগে তিনি তাঁর শেষ ফেসবুক স্ট্যাটাসে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক জাফর ইকবালকে চাবুক মারতে চাওয়া সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্যের[৭০] সমালোচনা করেন এবং বর্তমান সংসদকে অনির্বাচিত সংসদ বলে উল্লেখ করেন।[৭১]

৭৬.*অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই তাঁকে গ্রেফতার বা হয়রানী করা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে । *অধিকার* নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ব্লগার হত্যার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

### *সভা-সমাবেশ-মিছিলে হামলা ও গ্রেফতার*

৭৭.রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিকের সভা সমাবেশ করার অধিকার রয়েছে যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। এছাড়া শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা দেয়ার ঘটনা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকারের লংঘন। সরকার প্রায়ই বিরোধী দলের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে, হামলা করছে এবং গণগ্রেপ্তার চালাচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের এক বছর ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারিকে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট ঢাকায় জনসভা করার উদ্যোগ

[৬৮] প্রথম আলো ১৫ জুন ২০১৫
[৬৯] প্রথম আলো ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৭০] মাহমুদ সামাদ চৌধুরী কায়েস (এমপি)
[৭১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ প্রথম আলো, ১৩ মে ২০১৫

নেয়। কিন্তু সরকার সেই জনসভা করতে বাধা দিলে এবং বিএনপি'র চেয়ারপারসন ও ২০ দলীয় জোটের নেতা খালেদা জিয়াকে তাঁর রাজনৈতিক কার্যালয়ে আটক করে রাখলে দেশে প্রায় তিনমাস ভয়াবহ রাজনৈতিক সহিংস পরিস্থিতি বিরাজ করে।

৭৮.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ সভা-সমাবেশে হামলার অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখিত হলোঃ

৭৯.গত ৩ মার্চ বেলা আনুমানিক সোয়া ১১ টায় ব্লগার অভিজিৎ রায়ের হত্যার প্রতিবাদে প্রগতিশীল ছাত্রজোট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিলের পর সমাবেশের আয়োজন করে। এই সময় রাজশাহী মহানগর পুলিশের সহকারী কমিশনার রকিবুল আলমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সমাবেশে বাধা দেয়। সমাবেশে বাধা পেয়ে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা পুলিশের সহকারী কমিশনারের কাছে জানতে চান, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করতে পারলে তাঁরা কেন পারবেন না। তখন সহকারী কমিশনার রকিবুল আলম বলেন, "এই ক্যাম্পাসে শুধু ছাত্রলীগ মিছিল করতে পারবে, তোমরা করতে পারবে না"। পরে পুলিশের বাধার মুখে প্রগতিশীল ছাত্রজোট আর সমাবেশ করতে পারেনি। এই ঘটনার পর সেদিনই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ।[৭২]

৮০.গত ২৩ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে খালেদা জিয়া ও তাঁর গাড়িবহরে হামলার প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত মানবন্ধনে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রজন্ম লীগ।[৭৩] এরপর গত ২৫ এপ্রিল একই জায়গায় খালেদা জিয়া ও তাঁর গাড়িবহরে হামলার প্রতিবাদে স্বাধীনতা ফোরাম আয়োজিত মানববন্ধনে সরকার সমর্থক আমির হোসেনের নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জন হামলা চালায়। এই সময় বিএনপি'র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য খালেদা ইয়াসমিনকে লাঠি পেটা করা হয়।[৭৪]

৮১.পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অসংখ্য নারী যৌন হয়রানির শিকার হন। যৌন হয়রানির ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে না পারার প্রতিবাদে গত ১০ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ডিএমপি কার্যালয় ঘেরাও করতে যান। এই সময় ডিএমপি কার্যালয় সংলগ্ন অফিসার্স কোয়ার্টারের সামনে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। কিন্তু নেতাকর্মীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ করতে থাকেন এবং যৌন নিপীড়কদের কখন গ্রেফতার করা হবে তার সুনির্দিষ্ট সময় জানতে চান। একপর্যায়ে পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্র নেতাকর্মীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জসহ জলকামান ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এই সময় সংগঠন দুটির নারী কর্মীরাও পুরুষ পুলিশ সদস্যদের হাতে শারিরীকভাবে নিপীড়নের শিকার হন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় ইসমত জাহান নামে এক নারী ছাত্রকর্মীকে এক পুরুষ পুলিশ চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।[৭৫]

৮২.গত ৩ জুন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরের প্রতিবাদে লিফলেট বিলি করার সময় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বামপন্থী সংগঠন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ওবায়দুর রহমান, সুমন

[৭২] মানবজমিন ৪ মার্চ ২০১৫
[৭৩] মানবজমিন, ২৬ এপ্রিল ২০১৫
[৭৪] যুগান্তর, ২৬ এপ্রিল ২০১৫
[৭৫] মানবজমিন, ১১ মে ২০১৫

মল্লিক ও ফয়সাল আহমেদ বাপ্পাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একদিনের রিমান্ডে নেয়া হয়।[৭৬]

৮৩. গত ৬ জুন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরের সময় সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, গঙ্গা-তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রসহ আন্তর্জাতিক অভিন্ন ৫৪টি নদীর ওপর ভারত কর্তৃক এক তরফা বাঁধ নির্মানসহ ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ আহ্বান করে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলসহ কয়েকটি বাম সংগঠন। এই সময় ঐ সংগঠনগুলোর নেতা কর্মীরা বাংলাদেশে ভারতীয় হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবিতে শ্লোগান দিতে শুরু করলে পুলিশ তাঁদের ওপর চড়াও হয়। পুলিশের হামলায় বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে ৭ জনকে পুলিশ আটক করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের আহমেদ মহিউদ্দিন, ছাত্র ফেডারেশনের দীপা মল্লিক, নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চার সভাপতি জাফর হোসেন ও জাকির সুমন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের শরিফুল ইসলাম, তপতি বর্মন তমা ও সায়েমা।[৭৭]

৮৪. রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিকের সভা সমাবেশ করার অধিকার রয়েছে যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে পুলিশের বাধা দেয়ার ঘটনা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকারের চরম লংঘন।

## খ. ভ্রাম্যমান আদালত সংক্রান্ত সংশোধীত আইনের খসড়া অনুমোদন

৮৫. গত ২২ জুন মন্ত্রী সভা ভ্রাম্যমান আদালতের ক্ষমতা বাড়িয়ে 'মোবাইল কোর্ট (সংশোধন) আইন ২০১৫' এর খসড়া অনুমোদন করেছে। এই আইন পাশ হলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের ক্ষমতা আরো বাড়বে। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার না করলেও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থাপিত চাক্ষুষ ঘটনা, সাক্ষীদের বক্তব্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এতে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিধানও যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ভ্রাম্যমান আদালত কেবল অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করলেই দণ্ড দিতে পারে। উল্লেখ্য নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরন করার ঘোষনা দেয়ার পর ২০০৯ সালে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন করা হয়।[৭৮]

৮৬. *অধিকার* ভ্রাম্যমান আদালতের ক্ষমতা বাড়িয়ে'মোবাইল কোর্ট (সংশোধন) আইন ২০১৫' এর খসড়া মন্ত্রী সভায় অনুমোদিত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অতীতে পুলিশ কর্তৃক নিরীহ পথচারীদের গ্রেফতার ও ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক সাজা দেয়ার অনেকগুলো ঘটনার অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে এই আদালতের ক্ষমতা বাড়িয়ে তৈরী করা খসড়াটি অনুমোদিত হওয়ায় এই আইনের অপব্যবহারের আশংকা থাকবে বলে *অধিকার* মনে করছে। ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বিচার করে সাজা দেয়া মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী । কারণ এতে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ থাকে না।

[৭৬] জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের প্রেস রিলিজ
[৭৭] নিউএজ ৭ জুন ২০১৫/ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের প্রেস রিলিজ
[৭৮] প্রথম আলো, ২৩ জুন ২০১৫

## গ. গণপিটুনীতে মৃত্যু

৮৭.জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ৬৮ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন বলে জানা যায়।

৮৮.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থেকেই মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে বলে *অধিকার* মনে করে।

## ঘ. মিয়ানমার ও ভারত সীমান্ত

৮৯.ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র পাশাপাশি এখন বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের তিনদিক জুড়ে রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশে রয়েছে মিয়ানমার সীমান্ত।

৯০.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে বিএসএফ ২৩ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করে। এদের মধ্যে ১৩ জনকে গুলিতে, ৮ জনকে নির্যাতন করে, ১ জনকে বিএসএফ ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি ভারতীয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন এবং ১ জনকে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ৩৫ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ আহত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ২৪ জন বিএসএফ'র গুলিতে, ৭ জন নির্যাতনে, ১ জন ছুরিকাঘাতে ও ৩ জন তীর এবং গুলতির আঘাতে আহত হয়েছেন। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ১৭ জন বাংলাদেশী। এছাড়া জুন মাসে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) টেকনাফের নাফ নদীতে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি'র অন্য একজন সদস্যকে গুলি করে আহত করে এবং একজন সদস্যকে মিয়ানমারে ধরে নিয়ে যায়।

### *ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ঘটনাবলী*

৯১.সীমান্তে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘন এবং ৫৪টি অভিন্ন নদী থেকে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের মত বিষয়গুলো ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের পারস্পরিক সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনো পর্যন্ত ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য প্রাপ্যতার ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান এবং অধিকার স্বীকৃত হয়নি। তিস্তা নদীর পানি পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশকে বার বার আশ্বাস দেয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের সময় এই ব্যাপারে কোন চুক্তি হয়নি। এছাড়া ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতনসহ অন্যান্য মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। বিএসএফ সদস্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বা সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

৯২.গত ২ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার বিনাইল ইউনিয়নের চাপড়া সীমান্তের ২৯৫ মেইন পিলারের কাছে ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের জমিতে ধানের চারা রোপন করছিলেন এক দল ক্ষেতমজুর। সকাল আনুমানিক ১০ টায় তাঁরা খাবার খাওয়ার জন্য কাজ রেখে উঠে আসেন এবং

ক্ষেতের পাশে একটি পুকুরে হাত-মুখ ধুতে যান। এই সময় বিএসএফের একদল সদস্য ক্ষেতমজুরদের দিকে রাইফেল তাক করে। এই সময় নজরুল নামে একজন ক্ষেতমজুর বিএসএফ সদস্যদের তাঁদের দিকে ছুটে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বিএসএফের এক সদস্য তাঁর বুকে গুলি ছুঁড়লে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই নজরুলের মৃত্যু হয় এবং সাহাজুল নামে আরেক ক্ষেতমজুর গুলিবিদ্ধ হন। বাংলাদেশের অন্তত ৫০ গজ ভেতরে নয়াপুকুর পাড়ে এই হামলা চালায় বিএসএফ।[৭৯]

৯৩.গত ২২ মার্চ রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার চরপাঁকা ইউনিয়নের ওয়াহেদপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে তরিকুল ইসলাম (৩৫) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছেন। গত ২২ মার্চ দিবাগত রাত আনুমানিক ১টায় জামাইপাড়া গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে তরিকুল ইসলামসহ ৫ জন গরু আনার জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৬/৪-এস এর কাছ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিলেন। এইসময় ভারতের ২০ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের চাঁদনীচক ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। এতে তরিকুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হন। তরিকুলের সঙ্গীরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসলে রাত আনুমানিক আড়াইটায় তরিকুল মারা যান।[৮০]

৯৪.গত ২২ এপ্রিল বেলা আনুমানিক ১১টায় বেনাপোল চেকপোস্টের ওপারে ভারতের পেট্রাপোল দিয়ে বৈধ পথে দেশে ফেরার সময় যশোর শহরের চাঁচড়া এলাকার হাসুরা খাতুন (৩৫) নামে এক বাংলাদেশী নারীকে বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে মারধর করা হয়। ঘটনার সময় হাসুরা খাতুনের সঙ্গে থাকা তাঁর চাচাতো বোন টুনি বেগম বলেন, তাঁরা দু'বোন একসঙ্গে ভারত থেকে ফিরছিলেন। পেট্রাপোল চেকপোস্টের কাছে এসে তাঁরা স্বজনদের জন্য কিছু ভারতীয় মালামাল কেনাকাটা করেন। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের যাবতীয় কাজ শেষ করে বাংলাদেশে ঢোকার আগ মুহূর্তে নো-ম্যান্সল্যান্ড থেকে হঠাৎ বিএসএফ সদস্যরা হাসুরাকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এই সময় বিএসএফ সদস্যরা কিনে আনা ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে নিতে ঘুষ দাবি করে। ঘুষ না দেয়ায় তারা হাসুরাকে মারধর করে। এক পর্যায়ে হাসুরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে তাঁকে অচেতন অবস্থায় একটি ভ্যানে উঠিয়ে বাংলাদেশ সীমানার দিকে পাঠিয়ে দেয় বিএসএফ।[৮১]

৯৫.গত ১৪ মে ২০১৫ লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৮৪৩ নম্বর মেইন পিলারের ১ নং সাব পিলার এলাকায় অন্তর ইসলাম নামের এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করে তাঁর লাশ নিয়ে যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ওই দিন দুপুরেই বিজিবি ও বিএসএফ এর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠক শেষে অন্তরের লাশ ফেরত দেয় বিএসএফ।[৮২]

৯৬. গত ১১ জুন নওগাঁ জেলার সাপাহারে কলমুডাঙা সীমান্ত এলাকার ২৩৭ নং মেইন পিলারের ৩ এস সাবপিলার এলাকায় শহীদুল ইসলাম (৩০) নামে এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে জবাই করে হত্যা করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।[৮৩]

---

[৭৯] প্রথম অলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

[৮০] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৮১] *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৮২] যুগান্তর, ১৫/০৫/২০১৫

[৮৩] যুগান্তর, ১২/০৬/২০১৫

*বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সীমান্তের ঘটনাবলী*

৯৭.১৯৯১ সালের শেষের দিকে মিয়ানমারের তৎকালীন সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকা বাংলাদেশের নাইক্ষ্যাংছড়িতে অবস্থিত ঘুনধুমের রেজু ফাত্রাঝিরিতে অবস্থিত তৎকালীন বিডিআর ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে এক বিডিআর সদস্যকে হত্যা করে অস্ত্র-গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই সময় সীমান্তে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে এবং এরই সূত্র ধরে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা নাগরিক বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের ২৮ মে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যাংছড়ি সীমান্তের পাইনছড়িতে সদ্য স্থাপিত বিওপি ক্যাম্পের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা যখন নিয়মিত টহলে বের হয়ে দোছড়ি ও তেছরি খালের সংযোগস্থলে পৌঁছান তখন মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি)র সদস্যরা তাঁদের ওপর অতর্কিত গুলি ছোঁড়ে। এই সময় বিজিবি'র নায়েক সুবেদার মিজানুর রহমান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত আছে।

৯৮.গত ১৭ জুন কক্সবাজার জেলার টেকনাফের নাফ নদীতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর ছয় সদস্যের একটি দল নায়েক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে টহল দেয়ার সময় বাংলাদেশের জলসীমার ভেতরে মাদক চোরাচালানের সন্দেহে দুটি নৌকায় তল্লাশী করছিলেন। এই সময় মিয়ানমারের রইগ্যদং ক্যাম্পের মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী পুলিশ (বিজিপি) র সদস্যরা একটি ট্রলার নিয়ে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করে বিজিবির সদস্যদের ট্রলারের কাছে থামে। এই সময় বিজিপির ট্রলারটিকে বাংলাদেশের জলসীমা ছেড়ে চলে যেতে বলা হলে তারা নায়েক আব্দুর রাজ্জাককে জোর করে তাদের ট্রলারে তুলে নেয়। বিজিবির অন্য সদস্যরা এতে বাধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। এতে বিজিবির সিপাহী বিপ্লব কুমার গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এরপর গত ১৮ জুন রাত ১২ টা ৪০ মিনিটে বিজিপির ফেসবুকে আটককৃত নায়েক রাজ্জাকের তিনটি ছবি প্রকাশ করা হয় । ছবিতে দেখা যায় আব্দুর রাজ্জাকের নাক দিয়ে রক্তা ঝরছে এবং তাঁর হাতে হাত কড়া পড়ানো আছে এবং তাঁর পিছনে বিজিপির সদস্যরা দাঁড়িয়ে আছে।[৮৪] গত ২৫ জুন মিয়ানমারের মংডুতে পতাকা বৈঠক শেষে নায়েক আব্দুর রাজ্জাককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) ।[৮৫]

৯৯.*অধিকার* মনে করে, সীমান্তের কাছে অবস্থিত বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর হাতে হত্যা-অপহরণ ও নির্যাতনের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করা বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারকে মিয়ানমার সরকারের কাছে মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী পুলিশ (বিজিপি) র হামলা এবং বিজিবি সদস্য নায়েক আব্দুর রাজ্জাককে অপহরনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চাইতে হবে।

## ঙ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিংসতা

১০০. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক ও তাঁদের উপাসনালয়ে হামলা চালানোর ঘটনা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক ও তাঁদের উপাসনালয়ে হামলার ব্যাপারে সরকার

[৮৪] প্রথম আলো ১৮ ও ২০ জুন ২০১৫

[৮৫] যুগান্তর ২৬ জুন ২০১৫

ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে মানবাধিকার কর্মীরা উদ্বিগ্ন। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলোর রাজনৈতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। সহিংস রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সম্পদের ওপর হামলা করেছে এবং বিভিন্ন জেলায় তাঁদের উপাসনালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দিয়েছে অথবা ভেঙে ফেলেছে।[৮৬]

১০১. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন যশোরের অভয়নগরের মালোপাড়ায় হামলার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার ব্যাপারে অভিযোগপত্র গত ৫ জানুয়ারি ২০১৫ জেলার অভয়নগর আমলি আদালতে দাখিল করেছে যশোর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এতে স্থানীয় বিএনপি-জামায়াত-শিবিরের ১০০ জন নেতা কর্মীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগপত্রের ব্যাপারে মালোপাড়ার অধিবাসীরা জানিয়েছেন, হামলার মূল হোতাদের বাদ দিয়ে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই অভিযোগপত্রে। ওই দিনের হামলায় আহত মালোপাড়ার বাসিন্দা শেখর কুমার বর্মণ বলেন, "অনেক নিরীহ ও নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযোগপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে"।[৮৭]

১০২. গত ৯ জানুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রী কৃষ্ণ গোসাই আখড়ায় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা গেট ভেঙ্গে ঢুকে আখড়ার বেদী ভাংচুর ও পূজার সামগ্রী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।[৮৮]

১০৩. যশোর জেলার বেনাপোলের বাহাদুরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমানের অত্যাচারে শার্শা উপজেলার শাঁখারীপোতা গ্রামের ৩১ টি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন যশোর জেলা সনাতন বিদ্যার্থী সংসদ। গত ১৯ জানুয়ারি যশোর জেলা সনাতন বিদ্যার্থী সংসদ এক মানববন্ধন করে এবং সেই সময় এই অভিযোগ করেন সনাতন বিদ্যার্থী সংসদের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঠাকুর।[৮৯]

১০৪. গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বনগ্রাম এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে ও কয়েকটি বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে লুটপাট ও ভাংচুর করেছে। বনগ্রামের বাসিন্দা সুনীল চন্দ্র বর্মনসহ স্থানীয়রা জানান, গত ১৯ এপ্রিল রাতে স্থানীয় প্রভাবশালী রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৩টি মাইক্রোবাসে ৫০-৬০ জন দুবৃর্ত্ত বনগ্রামের 'বনগ্রাম শ্রী শ্রী সুধন্য কৃপাময়ী কালি মন্দির' এলাকায় গিয়ে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। পরে দুবৃর্ত্তরা আশে পাশের কয়েকটি বাড়ি ও দোকন ভাংচুর করে এবং টাকা লুট করে। এই সময় দুর্বৃত্তরা কালি মন্দিরের চারটি প্রতিমা ভাংচুর করে। এই ঘটনায় অন্তত ছয়জন আহত হন।[৯০]

১০৫. গত ১ মে ২০১৫ স্থানীয় দুর্বৃত্ত ও চাঁদাবাজদের ভয়ে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার নাদপাড়া গ্রামের সমরেন মণ্ডল ও বিপুল মণ্ডল নামের দুই হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবার বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এছাড়া এপ্রিল মাসে একই গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামের আরো একটি হিন্দু পরিবার দুর্বৃত্তদের ভয়ে গ্রাম ছাড়েন। স্থানীয়রা জানান, সমরেন মণ্ডল ও বিপুল মণ্ডল নিজেদের ১২ কাঠা জমি বিক্রি করেন। এরপর থেকেই পার্শ্ববর্তী আউশিয়া গ্রামের একদল দুর্বৃত্ত তাঁদের কাছে চাঁদা দাবি করতে

[৮৬] স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনের পরেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয়েছে এবং তা এখনও হচ্ছে। এই হামলাগুলোর ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

[৮৭] প্রথম আলো ৭ জানুযারি ২০১৫

[৮৮] নিউএজ ১০ জানুয়ারি ২০১৫

[৮৯] মানবজমিন ২১ জানুয়ারি ২০১৫/ *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৯০] নয়া দিগন্ত ২১ এপ্রিল ২০১৫/ *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাজীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

থাকে। দুর্বৃত্তরা নিয়মিত তাঁদের বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে আসছিল। একপর্যায়ে গত ১ মে আতঙ্কে তাঁরা বাড়িঘর ফেলে গ্রাম ছেড়ে কিছুদিনের জন্য পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।[৯১] সম্প্রতি তাঁরা আবার তাঁদের বাড়ি-ঘরে ফিরে আসলেও এখনও আতঙ্কে আছেন বলে জানা গেছে।

১০৬. *অধিকার* দাবি জানাচ্ছে যে, অবিলম্বে সরকারকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। *অধিকার* হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের জানমাল ও উপাসনালয় রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

## চ. শ্রমিকদের অধিকার

### *তৈরি পোশাক শিল্প*

১০৭. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ৯৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এছাড়া ৮ জন আগুনে পুড়ে ও ২২ জন শ্রমিক আগুন আতংকে ও অন্যান্য কারণে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে আহত হয়েছেন।

১০৮. তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটে এবং এর কারনে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

১০৯. গত ১৬ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লার পুর্ব ইসদাইরে জব্বার ফ্যাশন কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে কারখানাটি অন্যত্র সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। গত ১৯ এপ্রিল সকালে শ্রমিকরা কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালান। এই সময় পুলিশ বাধা দিলে তাঁদের সঙ্গে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে ও শর্টগানের গুলি ছোঁড়ে। এতে সাত জন নারী শ্রমিক রেহানা (১৯), পারভীন (২২), মরিয়ম (১৮), শিউলী (২২), রেখা (২৫), রোজিনা (২২) এবং মুন্নি (২১) গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ আরো ১০ জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে সহকর্মীরা নারায়ণগঞ্জ শহরের খানপুরে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যান।[৯২]

১১০. গত ২৫ এপ্রিল ফতুল্লা কাঠেরপুল এলাকার ক্যাডটেক্স গার্মেন্টস অনির্দিষ্টাকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকরা গত ২৬ এপ্রিল সকালে কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে সেখানে জড়ো হন। এক পর্যায়ে তাঁরা পাশের কারখানার শ্রমিকদের বের করে আনার চেষ্টা চালান। এই সময় তাঁরা কয়েকটি কারখানা লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। এই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে এবং পুলিশ শর্টগানের গুলি ছুঁড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে ১০ জন শ্রমিক আহত হন বলে শ্রমিকরা দাবি করেছেন।[৯৩]

---

[৯১] ইত্তেফাক, ০৬/০৫/২০১৫

[৯২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৯৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

১১১. *অধিকার* তৈরী পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে এবং শিল্প কারখানাগুলো পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহন করতে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

## ছ. সাগরে ভাসমান অভিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

১১২. গত ১ মে ২০১৫ মালয়েশিয়ার সীমান্তবর্তী থাইল্যান্ডের শংখাল প্রদেশের সাদাও জেলার একটি জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার থেকে সমুদ্রপথে নৌকায় করে বিদেশে পাড়ি জমানো অভিবাসীদের ৩২টি গণকবরের সন্ধান পায় থাই নিরাপত্তারক্ষীরা। একই সঙ্গে তারা ওই জঙ্গলে অভিবাসীদের আটকে রাখার বেশ কিছু পরিত্যক্ত ক্যাম্পেরও সন্ধান পায়। জানা যায়, প্রতিবছর ১০ হাজারেরও বেশী দরিদ্র বাংলাদেশী ও মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা থাইল্যান্ডের কুখ্যাত ওই মানবপাচারের রুট দিয়ে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করে কাজের খোঁজে। বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার একদল সংঘবদ্ধ চক্র চাকরি দেয়ার লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দরিদ্র নাগরিকদের সমুদ্রপথে নৌকায় করে মালয়েশিয়ায় পাচার করে।[৯৪] গত ১৬ মে মালয়েশিয়া উপকূলে ভাসতে থাকা একটি নৌকায় খাবার নিয়ে অভিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে ১০৪ জন নিহত হন।[৯৫] গত ২৪ ও ২৫ মে মালয়েশিয়ার পেরলিস প্রদেশের শহর ও গ্রামে মানবপাচারকারীদের ১৭টি ক্যাম্পে আরো ১৩৯টি কবর চিহ্নিত করা হয়েছে।[৯৬] এদিকে দালালদের মাধ্যমে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া পাড়ি দেয়া সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, ভোলা, চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও কুড়িগ্রামের প্রায় ৫ হাজার মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।[৯৭]

১১৩. *অধিকার* সাগরে ভাসমান অভিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ঠিক কত সংখ্যক অভিবাসী এখনো সমুদ্রে ভাসমান আছেন তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিনই সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া যাওয়া নিখোঁজ ব্যক্তিদের খবর গণমাধ্যমে ছাপা হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬.১ শতাংশ[৯৮] এর কোঠায় থাকলেও মূলত চরম ধনী ও অতি দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর ব্যাপক উত্থান ঘটেছে। ফলে জীবিকার তীব্র সংকটের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যরা দালালদের খপ্পরে পড়ে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই আশ্রয় গ্রহনকারী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের বিরূপ মনোভাবের কারণে সরকার রোহিঙ্গাদের নতুন করে আর আশ্রয় দেয়নি। *অধিকার* অবিলম্বে সাগরে জাহাজ পাঠিয়ে বাংলাদেশী নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে মানব পাচার অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে তাদের বিচারের জন্য দাবি জানাচ্ছে। *অধিকার* বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের দেশত্যাগের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য জরুরীভাবে খাদ্য ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে ও ধনী-দরিদ্রের দ্রুতবর্ধমান বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

---

[৯৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ০২/০৫/২০১৫
[৯৫] যুগান্তর, ১৮/০৫/২০১৫
[৯৬] প্রথম আলো, ২৯/০৫/২০১৫
[৯৭] মানবজমিন, ১৪/০৫/২০১৫
[৯৮] তথ্যসূত্র: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) জুন ২০১৪ অর্থবছর, http://www.adb.org/countries/bangladesh/economy

## জ. নারীর প্রতি সহিংসতা

১১৪. নারীর প্রতি সহিংসতা চরম আকার ধারন করেছে। জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে উলেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিক্টিম ও সাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও গাণিতিকহারে সহিংসতার পরিমান বেড়েই চলেছে।

### *যৌতুক সহিংসতা*

১১৫. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ৮৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫৭ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ২৪ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়কালে ৩ জন যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া একজন যৌতুক সহিংসতার শিকার নারীর বাবা, মা ও তাঁর শিশু সন্তান স্বামীর দ্বারা আহত হন।

১১৬. গত ৪ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের মুন্সিপাড়া এলাকায় যৌতুকের জন্য রুবা (৩৫) নামে এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী আলম শ্বাসরোধ করে হত্যা করে সেপ্টিক ট্যাংকে ফেলে দেয়। পুলিশ রুবার মৃতদেহ সেপ্টিক ট্যাংক থেকে উদ্ধার করে।[৯৯]

১১৭. গত ৫ জুন ২০১৫ নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার এলাহীনগরে লতা মণিকা (২০) নামের এক গৃহবধুকে ৩০ হাজার টাকা যৌতুকের দাবিতে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার পর তাঁর লাশ বৈদ্যুতিক পাখার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনার পর থেকে শ্বশুড় জাহেদ আলী, শ্বাশুড়ি মমতাজ, ভাসুর মাহবুব পলাতক রয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর মণিকার স্বামী শাহজালাল দুবাই চলে যান। [১০০]

### *ধর্ষণ*

১১৮. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে মোট ২৯৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১০৭ জন নারী, ১৮৭ জন মেয়ে শিশু এবং ৪ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১০৭ জন নারীর মধ্যে ১৭ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৫৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। ১৮৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৬২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জন শিশু আত্মহত্যা করেছে। এই সময়কালে ৩৭ জন নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

[৯৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১০০] নয়াদিগন্ত, ৯ /০৬/২০১৫

১১৯. গত ৩ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার মনোহরদি উপজেলার বড়চাপা ইউনিয়নের কাহেতেরগাঁও গ্রামের ১১ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ কিরন (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।[১০১]

১২০. গত ১০ জুন সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর পৌর শহরের সানলাইট আবাসিক হোটেলে দিরাই উপজেলার কবির মিয়া স্ত্রীসহ রাত্রীযাপনের জন্য একটি কামরা ভাড়া নেন। রাত আনুমানিক ১১ টায় সেলন মিয়া নামে এক দুর্বৃত্তের নেতৃত্বে ৪-৫ জন যুবক ঐ কক্ষে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে কবির মিয়াকে বেঁধে রেখে তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ করে।[১০২]

## *যৌন হয়রানী*

১২১. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে মোট ৭৫ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫ জন আত্মহত্যা, ২ জন নিহত, ৫ জন আহত, ১২ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত ও ৫০ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে যথাক্রমে ৩ জন পুরুষ নিহত, ১১ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী আহত হয়েছেন।

১২২. গত ১৪ এপ্রিল নববর্ষের দিন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় এলাকার রাজু ভাস্কর্যের উত্তরদিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফটকের পাশে দুবৃর্ত্তরা বেশ কয়েকজন নারীর ওপর যৌন আক্রমণ চালায়। কিশোরী হতে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের অনেক নারী এই সময় যৌন আক্রমণের শিকার হন। ঘটনাগুলো জানাজানি হয় যখন ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় শাখার সভাপতি লিটন নন্দীসহ কয়েকজন যৌন আক্রমণের শিকার নারীদের আক্রমণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন এবং অনুসন্ধানের পর সিসিটিভি ক্যামেরায় তা ধরা পড়ে। এই ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচ দুর্বৃত্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হলেও পরে এদের ছেড়ে দেয়া হয়।[১০৩] এই ঘটনায় গত ১৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি আবু তাহের মো: সাইফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ যৌন হয়রানীর ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনতে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা জানতে চেয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেন।

১২৩. গত ১৪ এপ্রিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রী নিবাসে ফিরছিলেন। ছাত্রী নিবাসে ফেরার পথে চৌরঙ্গীর মোড়ে শহীদ সালাম বরকত হলের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের পাঁচ জন কর্মী তাঁদের পথ আটকে তাঁদের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির এক ছাত্রীকে ধরে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যায়। এই সময় তারা ঐ ছাত্রীটির সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করে এবং ছাত্রীর কাছে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। ওই সময় ছাত্রীদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন জড়ো হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় অভিযুক্তরা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য নিশাত ইমতিয়াজ বিজয়, সালাম-বরকত হল শাখা

[১০১] আমাদের সময় অনলাইন ৬ জানুয়ারি ২০১৫
[১০২] মানবজমিন, ১৫/০৬/২০১৫
[১০৩] মানবজমিন ও প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০১৫

ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক নাফিজ ইমতিয়াজ, ছাত্রলীগ কর্মী রাকিব হাসান, আব্দুর রহমান ইফতি ও নুরুল কবির।[১০৪]

১২৪. গত ২৬ এপ্রিল ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পথ দিয়ে হাঁটার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রশাসন বিভাগের এক শিক্ষিকার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র আরজ মিয়ার ধাক্কা লাগে। এতে আরজ মিয়া ওই শিক্ষিকাকে চড় মারে এবং তাঁর গায়ের ওড়না ধরে টানাটানি করে। এই ঘটনার পর ওই শিক্ষিকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ছাত্রলীগ নেতা আরজকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। কিন্তু পুলিশ আরজ মিয়াকে থানায় নিয়ে যেতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল ছাত্রলীগ কর্মী পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আরজ মিয়াকে ছিনিয়ে নেয়।[১০৫]

১২৫. সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহারী উপজেলায় মমতাজ খাতুন (১২) নামে এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে তাঁর স্কুলে যাওয়া আসার পথে হারুন মিয়া নামে এক দুর্বৃত্ত উত্ত্যক্ত করতো । গত ১৪ জুন হারুন মোবাইল ফোনে মমতাজকে অশালিন কথা বলে । সেই কথা সহ্য করতে না পেরে মমতাজ পাশের রুপসা গ্রামে তাঁর বোনের শ্বশুড়বাড়িতে যান এবং সেখানে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। [১০৬]

১২৬. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এর আশু প্রতিকার দাবি করছে।

### *এসিড সহিংসতা*

১২৭. জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসে ২৫ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৩ জন নারী, ৫ জন পুরুষ, ১ জন বালক এবং ৬ জন বালিকা।

১২৮. গত ১৫ জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ মহিলা কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় মোহাম্মদ শামীম নামে এক যুবক তাঁকে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে মেয়েটির একটি চোখের পাতা ও কপাল ঝলসে যায়। তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[১০৭]

১২৯. গত ১৩ জুন বরিশাল জেলার আগৈলঝারা উপজেলায় গৃহবধূ পারভীনকে তাঁর শ্বশুড়বাড়ীর লোকজন এসিড ছুঁড়ে ঝলসে দেয়। ঢাকায় থাকার কারনে গার্মেন্টসকর্মী পারভীনের সঙ্গে সোহাগের প্রেম ও বিয়ে হয়। কিন্তু সোহাগের পরিবার এই বিয়ে মেনে না নিয়ে এই ঘটনা ঘটায় । [১০৮]

১৩০. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকা সত্বেও তার বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ৯০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

---

[১০৪] মানবজমিন ১৭ এপ্রিল ২০১৫
[১০৫] আমাদের সময় ২৭ এপ্রিল ২০১৫
[১০৬] প্রথম আলো ১৬ জুন ২০১৫
[১০৭] প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০১৫
[১০৮] যুগান্তর ১৫ জুন ২০১৫

## ঝ. *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

১৩১. মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার জন্য সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারনে *অধিকারের* ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানী শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ডের ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাত ১০:২০ এ *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় এবং প্রথমে তাদের হেফাজতে তাঁকে আটক রাখার কথা অস্বীকার করে। আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধন আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলান কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী রাখার পর তাঁরা জামিনে মুক্তি পান। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক গত ২০ বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিউ ও তিনটি ল্যাপটপ অফিসে তল্লাশী চালিয়ে নিয়ে যায়। *অধিকার* প্রতিনিয়ত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চরমভাবে হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। সারাদেশে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য এর সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞার কারণেই তাঁরা প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

১৩২. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো থেকে রাষ্ট্রকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কণ্ঠরোধ করার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

| পরিসংখ্যান: ১-৩০ জানুয়ারি-জুন ২০১৫* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন | | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | মোট |
| **বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড | ক্রসফায়ার | ১২ | ৩০ | ৯ | ৮ | ১৪ | ৬ | ৭৯ |
| | গুলিতে নিহত | ৫ | ৫ | ২ | ১ | ০ | ৩ | ১৬ |
| | পিটিয়ে হত্যা | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ২ |
| | শ্বাসরোধে হত্যা | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| | নির্যাতনে মৃত্যু | ০ | ০ | ১ | ০ | ২ | ০ | ৩ |
| | অন্যান্য | ০ | ২ | ০ | ০ | ১ | ০ | ৩ |
| | মোট | ১৮ | ৩৮ | ১২ | ৯ | ১৮ | ৯ | ১০৪ |
| আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি | | ২ | ১৬ | ৮ | ১ | ৩ | ০ | ৩০ |
| গুম | | ১৪ | ১০ | ১০ | ৩ | ০ | ১ | ৩৮ |
| বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন | বাংলাদেশী নিহত | ২ | ৫ | ১ | ৯ | ৩ | ৩ | ২৩ |
| | বাংলাদেশী আহত | ১১ | ৭ | ৫ | ৪ | ২ | ৬ | ৩৫ |
| | বাংলাদেশী অপহৃত | ৪ | ৯ | ৩ | ০ | ০ | ১ | ১৭ |
| সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ | আহত | ৬ | ৩ | ১৬ | ১৬ | ৫ | ০ | ৪৬ |
| | হুমকির সম্মুখীন | ১ | ১ | ০ | ২ | ১০ | ১৫ | ২৯ |
| | লাঞ্ছিত | ২ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ |
| | নির্যাতন | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| | গ্রেফতার | ২ | ০ | ১ | ১ | ১ | ০ | ৫ |
| রাজনৈতিক সহিংসতা | নিহত | ৪৮ | ৪০ | ৩৩ | ১১ | ৫ | ১১ | ১৪৮ |
| | আহত | ১৯৪৭ | ৭২২ | ৫৮০ | ২৬২ | ২৭২ | ৩২০ | ৪১০৩ |
| যৌতুক সহিংসতা | | ১৩ | ১৫ | ১২ | ১৩ | ১৭ | ১৪ | ৮৪ |
| ধর্ষণ | | ৩৩ | ৪৪ | ৪০ | ৪২ | ৭৯ | ৬০ | ২৯৮ |
| ***যৌন হয়রানীর শিকার | | ১৯ | ৯ | ১৯ | ৬ | ৯ | ১৩ | ৭৫ |
| এসিড সহিংসতা | | ৮ | ৪ | ৩ | ৫ | ৪ | ১ | ২৫ |
| গণপিটুনীতে মৃত্যু | | ১২ | ৭ | ৮ | ১৫ | ১৫ | ১১ | ৬৮ |

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় ৫ টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

***গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে অনেক নারী যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে, যার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বলে পরিসংখ্যানে অর্ন্তভুক্ত করা যায়নি।

## সুপারিশসমূহ

১. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জোর করে ক্ষমতা ধরে রাখার কারনে ব্যাপক রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এই রাজনৈতিক সংকট ইতিমধ্যেই গুরতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে । এর আশু মীমাংসার জন্য সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতি সংঘের তত্ত্বাবধানে একটি স্বচ্ছ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। দেশের সবগুলো রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে এবং সহিংসতার দায় একে অপরের ওপর চাপানোর সংস্কৃতি বন্ধ করে প্রকৃত অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে হবে।

২. বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হরতাল ও অবরোধ চলাকালে পেট্রোল বোমা হামলা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ নাগরিকরাই এই সমস্ত হামলার শিকার হচ্ছেন। যার কারণে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন। *অধিকার* মানবাধিকার সংগঠনসহ বাংলাদেশের নাগরিকদের এই ধরনের হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আহবান জানাচ্ছে।

৩. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principl on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ কোন সংশোধনী ছাড়া বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সব কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের দায়মুক্তি রোধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৬. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক ও অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকদের হুমকি ও তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৭. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।

৮. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিকদের বেতনভাতা বকেয়া রাখাসহ শিল্প পুলিশ ও অন্যান্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে শ্রমিকদের লাঞ্ছনা বন্ধ করতে হবে।

১০. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১২. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানী করা বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় করতে হবে।